তারিখ ... 28 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

স্টুডেন্টস ক্যাবিনেট নির্বাচন

সম্প্রতি সারাদেশের প্রায় ১৮ হাজার মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় প্রথম দফায় স্টুডেন্টস ক্যাবিনেট বা ছাত্র মন্ত্রিপরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। একদিকে যখন স্থানীয় সরকারের ইউপি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে দেশ জুড়িয়া, তখন স্কুল-মাদ্রাসায় এই ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠানকে ছোট করিয়া দেখিবার অবকাশ নাই। ইউপি নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রামে-গঞ্জের স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নেতৃত্ব গতিশীল হইবে আর ছাত্রদের নির্বাচনের মাধ্যমে আগামীর নেতৃত্বের বিকাশ ঘটিবে। তাই এই নির্বাচন উৎসাহব্যঞ্জক। মূলত গণতন্ত্রের চর্চার সহিত শিক্ষার্থীদের পরিচিত করিতে এবং তাহাদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও নেতৃত্বসুলভ গুণাবলির উন্মেষ ঘটানোর লক্ষ্যে এই নির্বাচনের প্রচলন করা হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে জাতীয় ও ছাত্র রাজনীতির প্রতি যেভাবে অনীহা প্রকাশ করিতেছে, তাহা হইতে উদ্ধারেও এই প্রক্রিয়ার নির্বাচন কাজে আসিতে পারে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, দেশের পুনর্গঠন ও সার্বিক উন্নয়নে সুস্থ ধারার রাজনীতি চর্চার কোনো বিকল্প নাই। তাই শিশু-কিশোরদের গণতন্ত্র ও সাংগঠনিক চর্চায় সম্পৃক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা আসলে অনস্বীকার্য।

জানা যায়, ইউপি নির্বাচন থাকায় আগামী ৩১ মার্চ বাকি ৪ হাজার ৮৫৮ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। দুই দফায় ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯২৮টি পদের জন্য প্রায় পাঁচ লক্ষ প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। এবার মোট ভোটার ৯৭ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪৯৫ জন। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত ৮ জন সদস্য নিয়া এক বৎসর মেয়াদে গঠিত হইতেছে এই ক্যাবিনেট। তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে সদস্যরা নির্বাচন করিতেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাহাদের দায়িত্বের ক্ষেত্রগুলি হইল- পরিবেশ সংরক্ষণ (বিদ্যালয়, আঙিনা ও টয়লেট পরিষ্কার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা), পুস্তক ও শিখন সামগ্রী, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সহপাঠ কার্যক্রম, পানিসম্পদ, বৃক্ষরোপণ ও বাগান তৈরি, দিবস ও অনুষ্ঠান উদযাপন, আপ্যায়ন এবং আইসিটি। ২০১০ সালে প্রথম ১০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই ধরনের ক্যাবিনেট গঠন করা হয়। এখন ইহা মাধ্যমিক পর্যায় ও শহর-গ্রামসহ ক্রমান্বয়ে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে যাহা খুবই আশাব্যঞ্জক।

স্কুল ক্যাবিনেটের ভোটের দিনটি শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ আনন্দ ও উৎসবের দিন হিসাবেই পরিগণিত হইতেছে। এই নির্বাচনের বিশেষ দিক হইল- ইহার জন্য কোনো প্রকার পোস্টার-ফেস্টুনের বালাই নাই। প্রার্থীরা কেবল সহপাঠীদের কাছে গিয়া ভোট চাহিতেছে মাত্র। ইহাতে কোনো প্রতীক বরাদ্দ নাই। প্রার্থীর নাম দেখিয়া ও ভালোমত জানিয়া-শুনিয়া ভোট দিতে হইতেছে ভোটারদের। কেহ কেহ কর্মী হিসাবে প্রার্থীর পক্ষে কাজও করিতেছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা হইতে শুরু করিয়া নির্বাচনী সব দায়িত্বই পালন করিতেছে শিক্ষার্থীরা। তাহারাই নির্বাচন কমিশনার, প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার, আবার র‍্যাব-পুলিশও বটে। অন্যদিকে ভোটাররাও অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়াইয়া তাহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতেছে। ইহার মাধ্যমে আমরা একটি মডেল নির্বাচনের চিত্রই দেখিতে পাইতেছি। এখানে কোনো মারামারি, হানাহানি বা দাঙ্গাহাঙ্গামা নাই। নাই ভোটকেন্দ্র দখল বা জালিয়াতি। অথচ খুন-খারাবি হইতে শুরু করিয়া অপ্রত্যাশিত অনেক কিছুই ঘটিয়াছে এবারকার প্রথম দফার ইউপি নির্বাচনে। আমরা আশা করি, এই শিক্ষার্থীরা যখন বড় হইবেন, তখন তাহারা স্কুল জীবনের শিক্ষা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবেন এবং যুগ যুগ হইতে চলিয়া আসা আমাদের নেতিবাচক নির্বাচনী সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন সাধিত করিবেন। সেই পরিবর্তন হইবে দেশ ও জনগণের জন্য শুভ ও কল্যাণকর। সেই সঙ্গে আমরা আশা করি, স্কুল ক্যাবিনেট শিক্ষার্থীদের মেধা, প্রতিভা, সৃজনশীলতা, নেতৃত্ব ইত্যাদি বিকাশের পাশাপাশি স্কুলের উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের ঝরিয়া পড়া রোধ করিতেও কার্যকর ভূমিকা পালন করিবে।